بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১০ই মে, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের আলোকে সারিয়্যা আবু সালামা, সারিয়্যা আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস এবং সারিয়্যা রাজি'র ঘটনা বর্ণনা করেন। পরিশেষে ইয়েমেন ও পাকিস্তানে আহমদী কারাবন্দি এবং ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, **'আজ মহানবী (সা.)-এর যুগের কয়েকটি সারিয়্যা বা অভিযানের উল্লেখ করব যার মাধ্যমে তাঁর জীবনের কিছু দিক, তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, মুসলমানদের প্রতিরক্ষায় তাঁর অবদান, শত্রুদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি এবং তাঁর অনুপম নৈতিক গুণাবলীর চিত্র পরিস্ফূটিত হয়।'** হুযূর (আই.) আরও বলেন, **'সারিয়্যা বলা হয় সে-ই যুদ্ধাভিযানকে যাতে মহানবী (সা.) স্বয়ং যোগদান করেননি বটে, কিন্তু তিনি সাহাবীদেরকে প্রেরণ করেছিলেন।'**

সারিয়্যা আবু সালামা'র উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন, **৪র্থ হিজরীর মহররম মাসে মহানবী (সা.) হযরত আবু সালমা (রা.)'র নেতৃত্বে বনু আসাদ গোত্রের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য সাহাবীদের একটি দল প্রেরণ করেন।** হযরত আবু সালামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর ফুফাতো ভাই এবং হযরত হামযা (রা.)'র দুধভাই ছিলেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদের যুদ্ধে আহত হওয়ার কারণে এক মাস অসুস্থ ছিলেন আর দীর্ঘদিন চিকিৎসা গ্রহণের পরও রোগাটে হওয়ার কারণে তাকে চেনা যাচ্ছিল না। সারিয়্যা আবু সালামা (রা.)'র পটভূমি হলো, উহুদের যুদ্ধের পর মদীনার মুনাফিক ও ইহুদীরা আনন্দ উদযাপন করতে থাকে আর তারা এবং মদীনার আশেপাশের গোত্রগুলো পুনরায় মুসলমানদের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র করতে থাকে। সে অনুযায়ী বনু আসাদ গোত্র সর্বপ্রথম আক্রমণের উদ্যোগ নেয়। এই গোত্রের নেতা তোলায়হা বিন খুয়াইলিদ এবং তার ভাই সালামা বিন খুয়াইলিদ সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে। তবে তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাদেরকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে নিষেধ করেছিল।

যাহোক, তাঈ গোত্রের এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাদের আক্রমণের সংবাদ লাভ করার পর মহানবী (সা.) তাদের এলাকায় গিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি (সা.) ইসলামের পতাকা বেঁধে দিয়ে ১৫০জন সাহাবীকে আবু সালামা (রা.)'র নেতৃত্বে সেখানে প্রেরণ করেন। তারা ৪ দিন সফরের পর কাতান পর্বতের কাছাকাছি পৌঁছেন, যেখানে বনু আসাদ গোত্রের ঝর্ণা ছিল। সেখানে গিয়ে মুসলমান বাহিনী তাদের গবাদিপশুগুলোকে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় এবং তিনজন রাখালকে বন্দি করেন আর অবশিষ্টরা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। পলাতকরা

লোকালয়ে পৌঁছে মুসলমানদের আক্রমণের সংবাদ দিতে গিয়ে অনেক বাড়িয়ে বলে যার ফলে লোকেরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

এরপর হযরত আবু সালামা (রা.) তাদের অনুসন্ধানের জন্য কিছু সেনাকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। অবশেষে মালে গণিমত নিয়ে মুসলমানরা মদীনায় ফেরত চলে আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর জন্য একভাগ পৃথক করে অবশিষ্ট মালে গণিমত সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়। হযরত আবু সালামা (রা.)'র মৃত্যু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এই অভিযান থেকে ফেরত আসার পর পুরনো আঘাতের কারণে পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঐ বছরই ৩রা জমাদিউল আখের-এ ইন্তেকাল করেন।

বনু আসাদ গোত্রের নেতা তোলায়হা বিন খুওয়াইলিদ একবার ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সে পুনরায় ইসলাম ত্যাগ করে এবং মিথ্যা নবুয়্যতের দাবি করে অরাজকতা সৃষ্টি করে। এরপর সে পরাজিত হয় এবং কয়েক বছর পর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে। অবশেষে তিনি ইসলামের স্বপক্ষে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করেন।

এরপর হুযূর (আই.) **সারিয়্যা আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.)**'র উল্লেখ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.) বদর, উহুদ এবং অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদের যুদ্ধের পর বনু লাহইয়ান গোত্রও মদীনায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে তাদের সর্দার সুফিয়ান বিন খালিদের নেতৃত্বে মক্কার নিকটবর্তী স্থান **উরনায়** এক বিশাল সৈন্যদল নিয়ে সমবেত হচ্ছিল, মহানবী (সা.) এ সংবাদ পাওয়ামাত্রই বুঝতে পারেন যে, এসব দুষ্কৃতি ও ফিতনা সৃষ্টির মূলে রয়েছে সুফিয়ান বিন খালিদ। সে যদি না থাকে তাহলে বনু লাহইয়ান মদীনায় আক্রমণের সাহস পাবে না। অতঃপর তিনি (সা.) প্রজ্ঞার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, দুই পক্ষের যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার চেয়ে এই নৈরাজ্যের মূল হোতা সুফিয়ানকে হত্যা করলেই সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। এরপর তিনি (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.)-কে এই দায়িত্ব দেন।

তিনি মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে সেই স্থানে পৌঁছেন যেখানে তারা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তিনি সুকৌশলে তাদের দলে যোগ দেন এবং সুফিয়ানের সাহচর্য গ্রহণ করেন। অতঃপর রাতের এক অংশে একাকী পেয়ে তিনি সুফিয়ান হত্যা করেন; এরপর দ্রুত সেখান থেকে বের হয়ে আসেন। ফেরত আসার সময় তিনি দিনের বেলায় কোথাও লুকিয়ে থাকতেন এবং রাতের আঁধারে সফর করতেন। এভাবে তিনি অনেক কষ্ট করে নিরাপদে মদীনায় ফেরত আসলে তাকে দেখেই **মহানবী (সা.) অবলীলায় বলে উঠেন, أَفْلَحَ الْوَجْهُ অর্থাৎ, এই চেহারা সফল হয়েছে। একথা শুনে তিনি নিবেদন করেন, أَفْلَحَ وَجْهُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্র রসূল! সমস্ত সফলতা আপনার জন্যই নির্ধারিত। সে সময় মহানবী (সা.) তাঁর নিজের লাঠিটি পুরষ্কারস্বরূপ তাকে প্রদান করেন এবং বলেন, এই লাঠিটি জান্নাতে তোমার হেলান দেয়ার কাজে লাগবে।** হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) আমৃত্যু এই পবিত্র

লাঠিটি পরম ভালোবাসার সাথে নিজের কাছে রাখেন এবং মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়্যত করে যান যেন তাঁর মরদেহের সাথে এই লাঠিটিকেও সমাহিত করা হয়।

এই সারিয়্যা প্রসঙ্গে একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, মহানবী (সা.) এখানে শান্তি বিঘ্নিত করেছেন এবং একজনকে হত্যা করেছেন। এর উত্তর হলো, প্রকৃত অর্থে তিনি (সা.) এক্ষেত্রে দুটি জাতির মঙ্গলের জন্য এবং তাদের অসংখ্য মানুষের প্রাণরক্ষা করার চিন্তা করে একজনকে হত্যা করাই শ্রেয় মনে করেছেন, যাতে অন্যদের প্রাণরক্ষা হয়। এটি নিঃসন্দেহে তাঁর পক্ষ থেকে মানবতার প্রতি পরম সহানুভূতির বহিঃপ্রকাশ ছিল। বর্তমান সভ্য যুগে গুটিকতক মানুষকে দমন করার নামে নিষ্পাপ শিশু-নারী-বৃদ্ধদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে আর এরপর বলছে, যুদ্ধে তো এরূপ হয়েই থাকে। অথচ মহানবী (সা.)-এর যুদ্ধনীতি এর চেয়েও অনেক উন্নত ও মানবহিতৈষী ছিল। কেননা, তিনি (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রে নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ এবং ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে যারা সরাসরি যুদ্ধে যোগদান করেননি তাদেরকে হত্যা করতে বারণ করেছেন।

এরপর **সারিয়া রাজী**'র উল্লেখ করে হুযূর (আই.) বলেন, এর নেতৃত্ব প্রদান করেন মারসাদ বিন আবি মারসাদ (রা.), তাই একে সারিয়্যা মারসাদ বিন আবি মারসাদও বলা হয়ে থাকে। এ যুদ্ধাভিযানের তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক সারিয়্যা রাজী ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এর পটভূমি হলো, আব্দুল্লাহ্ বিন উনায়েস (রা.)'র অভিযানে নিহত সুফিয়ান বিন খালিদের হত্যার প্রতিশোধের নেশায় বনু লাহইয়ান গোত্রের কিছু লোক মক্কায় যায়। মক্কার কাফিরদের কুপরামর্শে তারা মদীনায় মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং তাদের গোত্রের লোকদের কাছে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে কয়েকজন সাহাবীকে প্রেরণের আবেদন করে। এটি মূলত তাদের দুরভিসন্ধি ছিল। মহানবী (সা.) দশজন সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত একটি ছোট্ট-দলকে মক্কার আশেপাশে কাফিরদের গতিবিধির সংবাদ সংগ্রহের পাঠিয়েছিলেন। তিনি (সা.) সেই দশজনকেই, কোনো কোনো বর্ণনামতে তাদের সাতজনকে তাদের সাথে বনু লাহইয়ান গোত্রের কাছে প্রেরণ করেন। এ দলের আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল হযরত মারসাদ বিন আবি মারসাদ (রা.)-কে। হুযূর (আই.) বলেন, **'এই অভিযানের অবশিষ্ট ঘটনা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।'**

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, 'পুনরায় আমি ইয়েমেনের বন্দি আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান করছি। বিশেষভাবে সেই ভদ্রমহিলা যিনি সেখানকার লাজনার প্রেসিডেন্টের দায়িত্বেও আছেন, তাকে অনেক কষ্ট দেয়া হচ্ছে এবং আরও কয়েকজনকে বন্দি করা হয়েছে, তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন; যেন আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। পাকিস্তানের বন্দিদের জন্যও দোয়া করুন। অনুরূপভাবে ফিলিস্তিনের নিপীড়িত মুসলমানদের জন্যও দোয়া করুন। বাহ্যত মনে হচ্ছে, যুদ্ধ-পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে, আবার অন্যদিক থেকে অবনতিও হচ্ছে। ইসরাঈলী সরকার একগুঁয়েমি আচরণ প্রদর্শন করছে। আল্লাহ্ তা'লা ফিলিস্তিনের মুসলমান

ভাইদেরকে শত্রুদের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে দ্রুত মুক্তি দিন এবং মুসলমানদেরকেও নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন ও পালনের তৌফিক দান করুন,' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)